সংবাদ

তারিখ ..29 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

- প্রধান শিক্ষক নেই ৪ হাজার ৫১২ স্কুলে
- সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য ৩০ হাজার ১০৫টি

রাকিব উদ্দিন

সারাদেশে চার হাজার ৫১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩০ হাজার ১০৫টি। এছাড়া দুই শতাধিক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদও শূন্য রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা স্বল্পতায় নাকাল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় সহকারী শিক্ষকরা প্রায়ই স্কুলে অনুপস্থিত থাকছেন, যখন খুশি স্কুলে আসছেন, ক্লাস নিচ্ছেন না। জনবল স্বল্পতার কারণে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। শিশুদের মধ্যে স্কুলবিমুখতা অর্থাৎ ঝরে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে বলে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

শিক্ষক স্বল্পতা পূরণের কোন উদ্যোগ আছে কী না জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেজবা উল আলম সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে আমাদের উদ্যোগ অবশ্যই আছে। আমরা চেষ্টাও করছি। তবে আগে প্রধান শিক্ষকের পদটি ছিল তৃতীয় শ্রেণীর, যার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। কিন্তু এবার এই পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে এখন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিবে পিএসসি। নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু মামলা-মোকদ্দমাও রয়েছে। এজন্য একটু বেশি সময় লাগছে।'

শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার স্বল্পতা প্রকট রূপ নিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) জনবল স্বল্পতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিচ্ছে। অধিদপ্তরের তথ্যের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ডিপিইকে মাঠ পর্যায় থেকে শিক্ষক স্বল্পতার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ডিপিইর গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণেই শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে বেশি বিলম্ব হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সংস্থাটি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী যথা সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে পারছে না। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ডিপিইর মহাপরিচালক

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষক : সংকট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মো. আলমগীরের সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানায়, শূন্য পদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ এক হাজার ৫৫৮টি ও জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ রয়েছে দুই হাজার ৯৫৪টি। অর্থাৎ সারাদেশে চার হাজার ৫১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ১২ হাজার ৬৬১টি এবং জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ১৭ হাজার ৪৪৪টি। সারাদেশে মোট ৩০ হাজার ১০৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে।

এছাড়াও সারাদেশে দুই শতাধিক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। যদিও ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) ১৪৪টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১৫৯টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদের বিপরীতে নিয়োগ পরীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার ফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার শূন্য পদের সংখ্যা আরও বেশি হবে। আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের তথ্য চেয়ে জেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শীঘ্রই চিঠি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই শিক্ষকের শূন্য পদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা হবে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দু'জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'বারবার চাহিদাপত্র দিয়েও শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। ডিপিই শিক্ষক স্বল্পতাকে আমলেই নিচ্ছে না। অথচ মাত্র একজন কিংবা দু'জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালাতে হচ্ছে। এতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার ১৮৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৯টি উপজেলার এক হাজার ৮৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৪৯টিতে প্রধান শিক্ষক ও ৫৬১টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

এছাড়া সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ১৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫টিতে প্রধান শিক্ষক নেই, মানিকগঞ্জে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ২৭৩টি বিদ্যালয়ে, বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই, নীলফামারীতে প্রধান শিক্ষক নেই ৩১৩টি স্কুলে।

দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৭ হাজার ৬৭২টি। আর ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি একসঙ্গে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কিছু প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের পুরো প্রক্রিয়া এখনও পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। অধিকাংশ স্কুলের জাতীয়করণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। সবমিলিয়ে বর্তমানে দেশে সরকারি ও জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৩ হাজার ৮৬৪টি।